ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ১**

শিখন সূত্রসমূহকে শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিতে পরিণতকরণ

ভূমিকা

আমরা সকলেই জানি শিক্ষা ব্যবস্থার শুরু হয়েছিল ধর্ম শিক্ষাকে কেন্দ্র করে এবং তখন গীর্জা, মসজিদ, মন্দির, মঠ ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোই এ কাজে ব্যবহৃত হত। ভারতবর্ষে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার জন্য অভিজাত শ্রেণীর ছেলেরা নিজ অঞ্চলে বা অন্যকোন দূরবর্তী অঞ্চলের গুরুর বাড়িতে যেত এবং গুরুগৃহে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে অবস্থান করে গুরুর সকল প্রকার সেবা করে তার নির্দেশে জীবনভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণ করত। আজ এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, সমাজের সকল শিশুই শিক্ষা গ্রহণের অধিকার রাখে এবং তাদের স্বকীয়তাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার জন্য শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শিক্ষণ ব্যবস্থা ক্রমশ জোরদার করা হচ্ছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- শিক্ষক কেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি দুইটির মৌলিক পার্থক্য সনাক্ত করতে পারবেন।
- শ্রেণীকক্ষ শিখনে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের গুরুত্বের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

a পর্ব-কঃ ''শিক্ষক কেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি'' অংশ পাঠ পূর্বক সারাংশ প্রস্তুতকরণ

মুল শিক্ষণীয় বিষয় হতে শিক্ষককেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি পাঠ শেষে নিজস্ব চিন্তাধারার সাথে সঙ্গতি রেখে দুইটি দৃশ্যের বর্ণনা দিন যার মাধ্যমে শিক্ষক কেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা স্পষ্ট বোঝা যায়।

কাজ শুরু করার পূর্বে প্রশিক্ষক আপনাদের সামনে নিচের দুইটি কোর্স পাঠের মাধ্যমে দুইটির পার্থক্য উপস্থাপন করবেন।

শিক্ষক কেন্দ্রিক পাঠের নমুনা	শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পাঠের নমুনা
মনে করুন, শিক্ষক আজ ভূগোলের গ্রহ নক্ষত্র পড়াবেন। তাঁর আলোচ্য বিষয়বস্তু হতে পারে প্লুটোর বর্তমান বিতর্কিত অবস্থা। শিক্ষক সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বাংলা খবরের কাগজ হতে সংশ্লিষ্ট অংশ	বিষয়বস্তু একই থাকবে। শিক্ষক পূর্বদিন শিক্ষার্থীদের বলবেন বাড়ি থেকে প্লুটোর বর্তমান বিতর্কিত অবস্থা সম্পর্কে খবরের কাগজের কাটিং আনতে। শ্রেণীকক্ষে তারা বাংলা এবং ইংরেজি কাগজের

কেটে নিয়ে আসবেন। তিনি শ্রেণীকক্ষের চার্ট বোর্ডে লাগিয়ে দেবেন এবং একজন শিক্ষার্থীকে সামনে এসে জোরে জোরে পড়তে বলবেন। তারপর শুরু হবে প্রশ্নোত্তর কৌশলের প্রয়োগ।	কাটিং সহ দুইটি পৃথক দলে বসে সারাংশ প্রস্তুত করার কাজ করবে। এর জন্য শিক্ষক পূর্বে প্রস্তুতকৃত কয়েকটি প্রশ্ন সরবরাহ করবেন যার উত্তর শিক্ষার্থীরা বের করবে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের আলোচনার মাধ্যমে খবরটির উপর একটি সারাংশ তৈরি করবে।

পর্ব- খঃ শিক্ষক কেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি ব্যবহারোপযোগী দুইটি সংক্ষিপ্ত নমুনা পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা

পূর্বপ্রস্তুতিঃ

নিজ বাড়িতে বসে আপনাকে বিদ্যালয়ের কোন একটি বিষয়ে দুইটি নমুনা পাঠের মূল বিষয়বস্তু পড়ে নিন।

এরপর টিউটোরিয়াল অধিবেশনে "শিক্ষার্থীর চিন্তনের বিবিধ স্তর" চিত্রের (চিত্র ৮-১) প্রতি লক্ষ রেখে আপনারা সকলে মোট দুইটি দলে ভাগ হয়ে দুই প্রকৃতির দুইটি পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন। এ কাজে আপনারা নিজেদের মধ্যে আলাপও করতে পারেন।

পর্ব- গঃ পর্ব-খ এ প্রস্তুতকৃত দুইটি পাঠ পরিকল্পনা মাইক্রোটিচিং পদ্ধতিতে উপস্থাপন

a

অধিবেশনে প্রশিক্ষক আপনাদের সকলকে বাস্তবধর্মী ইঙ্গিত প্রদান করবেন যার উপর ভিত্তি করে আপনাদের মধ্য হতে বাছাইকৃত দুই/তিনজন প্রশিক্ষণার্থী নিজস্ব পাঠ-পরিকল্পনা অনুযায়ী দুইটি পদ্ধতি নির্ভর পাঠ দেবেন সম্ভব হলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সহায়তায় অধিবেশন পরিচালনা করবেন।

পর্ব- ঘঃ মুক্ত আলোচনা

মাইক্রোপাঠের মাধ্যমে দুইটি পদ্ধতির পার্থক্য স্পষ্ট হয়েছে কিনা তা প্রাধান্য পাবে প্রাথমিক পর্যায়ে। এরপর আপনারা আলোচনা করবেন বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থায় কোনটির ব্যবহারযোগ্যতা কতখানি সে বিষয়ে।

মূল্যায়ন

"কেন আমরা শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের উপর বেশি জোর দেব" - প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে আপনারা আজকের অধিবেশন শেষে উপরোক্ত প্রশ্নটির উত্তর তৈরি করুন নিজ খাতায়।

উত্তরের প্রতি সম্ভাব্য ইঙ্গিত—

আজকের বিশ্বায়নের ফলে উন্নত কিংবা উন্নয়নমুখী সকল দেশের সকল শিক্ষার্থীকে প্রতিযোগিতাময় বিশ্বের জন্য তৈরি হতে হয়। সেক্ষেত্রে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

অর্পিত কাজ

a

চতুর্থ ইউনিটে আপনাদের সকলকে যে ধারাবাহিকভাবে ডায়েরী লিখন চালিয়ে যেতে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় আজকের সেশন শেষে আপনারা ডায়রীতে তারিখসহ নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ নোট লিখবেন।

"শিক্ষক কেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি অবলম্বনে আমি আমার পাঠদান অনুশীলন পর্বে যে পাঠ দেব তার প্রত্যেকটির সাফল্য, ব্যর্থতা আমি আমার ডায়েরীতে সংক্ষিপ্তাকারে লিখব এবং প্রতি মাস শেষে একটি সারাংশ তৈরি করে দুইটি পদ্ধতির কোনটি কোন বিষয়বস্তুর জন্য, কোন পরিস্থিতিতে অধিকতর কার্যকর হল তার একটি তালিকা প্রস্তুত করব।"

অথবা–

আপনারা প্রাপ্ত সুযোগ অনুসারে লাইব্রেরি সহায়ক গ্রন্থ বা ইন্টারনেট সার্চ এর মাধ্যমে দুইটি পদ্ধতি সম্পর্কিত নতুন কোন দিক নির্দেশনা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন এবং পরবর্তী অধিবেশনের পূর্বে বা যে কোন সঠিক সময়ে একসাথে বসে নিজেরাই নিজেদের অগ্রগতি আলোচনা করবেন। এটাই হবে আপনাদের জন্য ''শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক আলোচনা পদ্ধতি''।

মূল শিখনীয় বিষয়

শিক্ষক কেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি

প্রাচীনকালে গুরু-শিষ্য ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিষ্য গুরুর গৃহে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবস্থান করত, গুরুর সকল রকম কাজে সাহায্য করত। গুরু শিষ্যের সকল ধরনের শিক্ষার ভার গ্রহণ করতেন। জ্ঞান, দক্ষতা, আচার-আচরণ সকল প্রকারের শিক্ষা গুরু মুখোমুখি (One-to-one) পদ্ধতিতে দান করতেন এবং শিষ্য শ্রদ্ধাবণত চিত্তে তা গ্রহণ করত। এই শিক্ষা ব্যবস্থার দিক ছিল গুরু হতে শিষ্য যাকে সে সময কথ্য ভাষায় বলা হত "জগ-মগ তত্ত্ব।

এরপর যখন ক্রমান্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিক বা বিদ্যালয় ভিত্তিক এক হতে বহু (One-to-many) শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হল তখন একজন শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে সকল বিষয় শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। পরবর্তীতে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এবং বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান বহুধা বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক একটি শ্রেণীতে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে একটি বিষয় পড়াতে শুরু করলেন। এই সময়ে উন্নত বিশ্বে শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা কাজ শুরু হল এবং সময়ের সাথে শিক্ষার "জগ-মগ তত্ত্ব" দেখা গেল। কথাটি কোন গুরুত্ব বহন করেনা। জ্ঞান কখনো এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে ঢালা যায় না এবং শিক্ষার্থী নিজেও শূন্য জ্ঞান সহকাওে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে।

গবেষণার ফলাফল অনুধাবন করে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর দলগত, একক সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিল। ক্রমান্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষককেন্দ্রিক হতে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

আমাদের দেশে শিক্ষার্থী সংখ্যা অত্যাধিক হওয়ায় দীর্ঘকাল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষক কেন্দ্রিক ছিল এবং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক প্রধানত বক্তৃতা নির্ভর পদ্ধতি ব্যবহার করতেন।

শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতির দুর্বলতা হল এতে শিক্ষক পাঠ্যসূচি অনুযায়ী মুল বিষয়বস্তু তুলে ধরেন, শিক্ষার্থী শুধু শ্রোতা হয়ে শোনে। কোন বিশেষ অংশ সম্পর্কে শিক্ষক আলোকপাত করেন, মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রাখেন, শিক্ষার্থী মনোযোগ সহকারে শুনছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখেন, বাড়ির কাজ প্রদান করে সকল প্রকার দায়িত্ব পালন করছেন ভেবে সন্তুষ্টি লাভ করেন।

অপরপক্ষে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর চিন্তন শক্তি সচল থাকে, প্রত্যেকটি বিষয়বস্তু সে সঙ্গে সঙ্গে আত্মীকরণের চেষ্টা করে, নিজের পূর্ব জ্ঞানের সঙ্গে দিনের পাঠ্যবিষয়বস্তুর জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপন করে, জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করে শিক্ষকের নিকট খোলামেলা প্রশ্ন করে, সহপাঠী এবং শিক্ষকের সাথে তার্কিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের মোড়ও ঘুরিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থী নিজস্ব চিন্তাধারা দ্বারা শিক্ষকের বা পুস্তকের চিন্তাকে প্রতিস্থাপিত করার উদ্যোগ নেয়। প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে প্রবেশ করে মেধাবী ও চিন্তাশীল শিক্ষার্থী প্রয়োজনবোধে নিজের উন্নত চিন্তার স্বপক্ষে স্বীকৃতি দাবি করে।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ তায়না কায়ভোলা (Taina Kaivola) বলেন, "Any method can, in principle be used in either a teacher-centered way which focuses on the transmission of disciplinary content or in a student-centered way which is more directly concerned with the conceptual and skill development of the studetns".

অর্থাৎ "শিক্ষণ-শিখনের যে কোন পদ্ধতি শিক্ষক-কেন্দ্রিক ব্যবস্থায় অথবা শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা সম্ভব। শিক্ষক কেন্দ্রিক ব্যবস্থা বিষয়বস্তু অত্যন্ত ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপনের উপর গুরুত্ব প্রদান করে এবং শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক ব্যবস্থা মূলত শিক্ষার্থীর ধারণা গঠন ও দক্ষতা উন্নয়নের সাথে জড়িত।"

তায়না আরো বলেন, "The crucial indicator of a student-centered approach is the breadth of consideration undertaken by the teacher in designing the curriculum, the range of teaching and assessment methods adopted to achieve aims in the most appropriate manner and the learning climate developed within the department".

অর্থাৎ "শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক ব্যবস্থায় শিক্ষক শিক্ষাক্রম [শ্রেণীকক্ষেও উপযোগী করে] সাজানোতে প্রচুর ভাবনা চিন্তা করেন, পাঠের উদ্দেশ্য সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের সার্থকতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে অত্যন্ত সঠিক আচরণের প্রয়োগ করেন এবং শিখন পরিবেশ এর গঠন সম্পর্কেও সচেতন থাকেন।

শিক্ষণ-শিখন কাজে ব্যবহৃত দুইটি পৃথক পদ্ধতির মৌলিক পদ্ধতিগত পার্থক্যসমূহ

শিক্ষক কেন্দ্রিক	শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক
▪ এই পদ্ধতিতে শিক্ষক পঠিত বিষয়বস্তুর উপযোগিতা অনুসারে পাঠদান কৌশল নিজেই নির্ধারণ করেন যাতে করে তিনি বিষয়বস্তু সার্থকভাবে (তাঁর ধারণা মতে) শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। ▪ শিক্ষক পাঠদান কাজে প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করেন। শিক্ষার্থী উপস্থাপিত ধারণার আলোকে শিক্ষকের নিকট গ্রহণযোগ্য উত্তর প্রদানে সচেষ্ট থাকে। ▪ এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিকট জ্ঞানের সঞ্চালন করেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিনি সনাতন শিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।	▪ এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীবৃন্দ শিক্ষকের সহায়তায় নিজেরাই গভীর চিন্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পঠিত বিষয়বস্তুর প্রকৃত ধারণা নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে। ▪ শিক্ষার্থী "Constructivist" তত্ত্ব অনুসারে নিজের পূর্ববর্তী ধারণার সাথে বর্তমানে বিষয়বস্তুর সংযোগ ঘটিয়ে সক্রিয়ভাবে "বস্তুনিষ্ঠ" উত্তর প্রদান করে এবং নিজের প্রদত্ত উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদানে তৎপর থাকে। ▪ এই পদ্ধতির লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর শিখন উন্নয়ন করা। সুতরাং শিক্ষক নিজস্ব শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি/কৌশল উন্নয়নে সদা তৎপর থাকেন।

চিত্র: ৮-১

শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর চিন্তনের স্তর যেভাবে কাজ করে তা নিচে চিত্রায়িত করা হল:

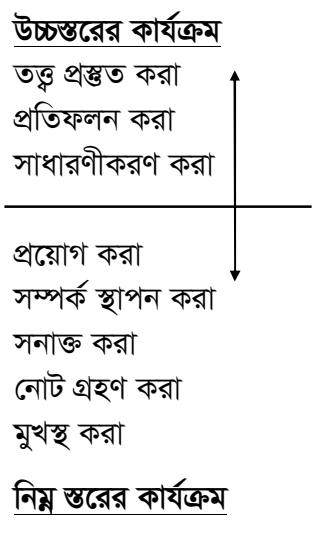

চিত্র ৮-১: শিক্ষার্থীর চিন্তনের বিবিধ স্তরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কাজ

আপনাদের মনে রাখতে হবে "শিক্ষক-কেন্দ্রিক ব্যবস্থা হতে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগে অভ্যস্থ হতে একজন শিক্ষকের যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হবে। সুতরাং একজন প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষক অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন"।

অক্সফোর্ড-ব্রুকস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা উপরোক্ত উক্তি করেছেন।

আজকের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় তত্ত্বসমূহের মধ্যে তিনটি জনপ্রিয় তত্ত্ব হচ্ছে আচরণবাদ (Behaviorism), গঠনবাদ (Constructivism) এবং জ্ঞানবাদ (Congnitivism)।

এরমধ্যে গঠনবাদ (Constructivism) নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা হয়–

নিজেদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রতিফলন ঘটিয়ে আমরা পৃথিবী বা যে কোন ধারনা সম্বন্ধে নিজেদের বোধগম্যতা তৈরি করি। কার্ল রজার্স, ডেভিড কোব এবং ম্যালকম নোল্‌স গঠনবাদ তত্ত্বের প্রধান উদ্যোক্তা।

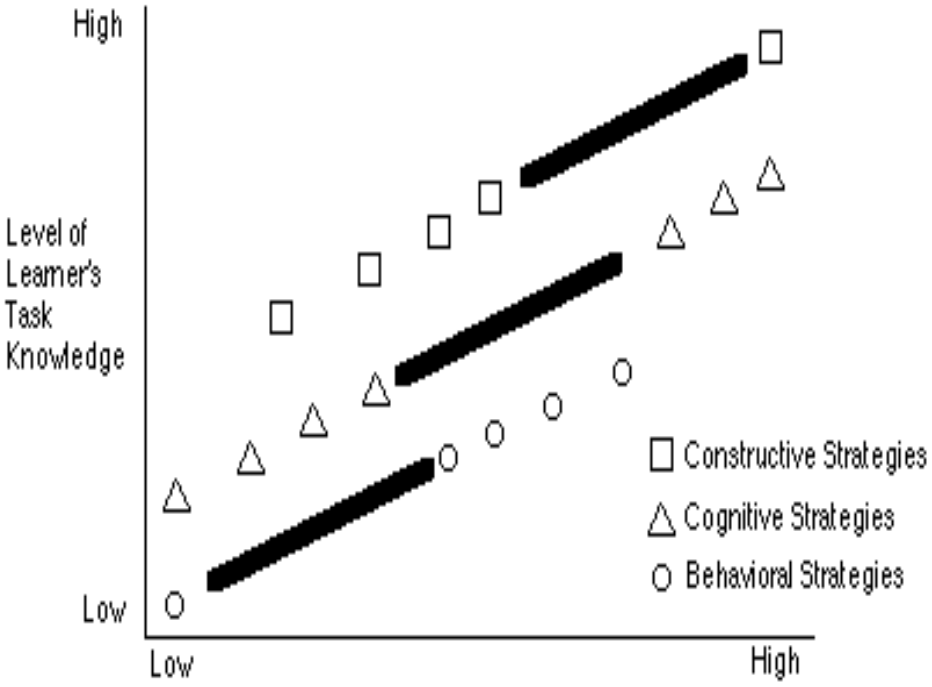

Comparison of the associated instructional strategies of the behavioral, cognitive, and constructivist viewpoints based on the learner's level of task knowledge and the level of cognitive processing required by the task.

From Ertmer and Newby: *Behaviorism, Cognitivism, Constructivism: Comparing Critical Features from an Instructional Design Perspective*

উপরের চিত্রটি দেখুন। আচরণবাদ (o), জ্ঞানবাদ (Δ), গঠনবাদ (□) অনুসারে কোন বিশেষ বিষয় গঠনকালে শিক্ষার্থীর কাজে সম্পৃক্ততা এবং এ কাজের জন্য তার প্রয়োজনীয় কার্যকর জ্ঞানের পর্যায় চিত্রায়িত হয়েছে।

মূল্যায়ন

১. জ্ঞানবাদ ও আচরণবাদ কি?

সম্ভাব্য উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত—

আচরণ তত্ত্বেও আধুনিক রূপদানে পাভলড, ওয়ার্টসন, থর্নডাইক ও স্কিনার এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আচরণবাদ আচরণের পর্যবেক্ষণযোগ্য পরিবর্তনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ মতবাদ অনুসাওে নতুন কোন আচরণ বার বার অনুশীলন করতে হয় যাতে কওে একটি স্বতস্ফূর্ত হতে পারে।

১৯২০ সালের দিকে মনোবিজ্ঞানীরা আচরণবাদতত্ত্ব অনুসারে শিক্ষার্থীদের শিখন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাধাগ্রস্থ হলেন তারা দেখলেন শিশুরা সব শেখানো আচরণ অনুকরণ করেনা। এমনকি কোন আচরণ শেখানোর অনেকদিন পর কোন নতুন আচরণ (যা তাদের শেখানো হয় নাই) প্রদর্শন করতে শুরু করে।

পিঁয়াজের তত্ত্ব অনুসাওে ''স্কিমা'' মাধ্যমে শিখন হয় এরজন্য ''তিন স্তর বিশিষ্ট তথ্য পর্যবেক্ষণ মডেল (Three-Stage Information Processing Model) প্রবর্তন করেন।

অসবেল এর "Advance Arganges" শিক্ষার্থীকে কোন বিষয়বস্তু শিখনে সাহায্য করে।

২. একজন শিক্ষকের জন্য শিক্ষাকেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এ দুয়ের মধ্যে কোন পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা সহজ, কেন?

৩. বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর চিন্তনের বিভিন্ন স্তরে সম্পাদিত কাজের ধারাবাহিক- বর্ণনা।

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ২**

শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলী, উপায় এবং কৌশলঃ মাথা খাটানো, মাইন্ড ম্যাপিং, দলীয় আলোচনা ও দলীয় প্রকল্প/অনুসন্ধান

ভূমিকা

শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটানোতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এই অধিবেশনে এ সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কৌশল প্রয়োগের বর্ণনা রয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- মাথা খাটানো কী তা বলতে পারবেন।
- মাইন্ড ম্যাপিং কী তা বলতে পারবেন।
- দলীয় আলোচনা কী তা বলতে পারবেন।
- দলীয় প্রকল্প/অনুসন্ধান কী তা বলতে পারবেন।
- শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলীতে মাথা খাটানো, মাইন্ড ম্যাপিং, দলীয় আলোচনা এবং দলীয় প্রকল্প/অনুসন্ধান এসব কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- ক

a

১. টিউটোরিয়াল অধিবেশনে আপনারা নিজেদের মধ্যে ৫/৬টি দল গঠন করবেন।

২. জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ শীর্ষক কিংবা সমপর্যায়ের অন্য যে কোন একটি সমস্যা উপস্থাপন করবেন।

৩. প্রতি দল থেকে লিখিতভাবে কারণ সংক্রান্ত মতামত প্রস্তুত করুন এবং লেখা শেষে একটি একটি করে বোর্ডে লিখবেন।

৪. প্রতি দলের প্রতি সদস্যকে মতামত প্রদানের জন্য আপনারা স্বত প্রবৃত্ত হয়ে উৎসাহ দিতে থাকুন যেন তারা ভুল বা শুদ্ধ সব মতামতই লেখেন, দ্বিধাগ্রস্থ না হন।

৫. যথেষ্ট সংখ্যক মতামত সংগ্রহ করার পর আলোচনা করে অপ্রাসঙ্গিক এবং অপ্রয়োজনীয় মতামত বাদ দেবেন।

৬. আলোচনার প্রেক্ষিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহ এবার চূড়ান্ত করবেন।

সম্ভাব্য কারণসমূহ

বাল্য বিবাহ, অশিক্ষা, কুসংস্কার, দারিদ্র, ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি ইত্যাদি।

পর্ব- খ

৭. প্রশিক্ষক এবার আপনাদের সামনে শৃঙ্খলা শীর্ষক একটি ধারণা উপস্থাপন করবেন।

৮. বোর্ডের কেন্দ্রে (মাঝামাঝি জায়গায়) শৃঙ্খলা লিখবেন।

৯. এরপর আপনাদের বলবেন শৃঙ্খলা সম্পর্কিত যে ধারণাই আপনাদের মনে আসে তা লিখতে। (মূল ধারণার সাথে সম্পর্কিত, সংশ্লিষ্ট এবং নতুন ধারণা সম্পর্কে ভাবতে উৎসাহ দেবেন আপনারা একে অপরকে।)

১০. প্রশিক্ষক মূল ধারণার সবচেয়ে কাছাকাছি ধারণা বা সংলগ্ন ধারণাগুলোকে আপনাদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে চিহ্নিত করবেন এবং মূল ধারণার সাথে রেখার সাহায্যে যুক্ত করবেন।

১১. এবার সংলগ্ন ধারণাগুলোকে (শাখা ধারণা) একই প্রক্রিয়ায় পরবর্তী কাছাকাছি ধারণাগুলোর সাথে যুক্ত করবেন তিনি।

এভাবে ধারণাগুলো ক্রমশ: শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভের মাধ্যমে বিন্যস্ত হতে থাকবে। ধারণার এই বিন্যাসে প্রতি ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে এগিয়ে যেতে হবে। এভাবেই শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পঠন-পাঠন পদ্ধতি পরিচালিত হয়।

মূল বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণার সম্ভাব্য বিকাশ

নিয়ম-নীতি মেনে চলা, বাধ্য হওয়া, সুন্দর পরিবেশ, শান্ত পরিবেশ, কাজের জন্য অনুকূল, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সময়ানুবর্তিতা, বিদ্যালয়, শ্রেণীকক্ষ, সুবিধাজনক, স্বাস্থ্যসম্মত ইত্যাদি।

পর্ব- গ

১৩. প্রশিক্ষক আপনাদের ৫টি দল গঠন করতে বলবেন।

১৪. আলোচনার জন্য তিনি আপনাদের প্রতি দলকে পৃথক বিষয়বস্তু সরবরাহ করবেন। যেমন, জাতীয় সংসদের কার্যধারা, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, কবি শামসুর রহমান এবং স্বাধীনতা ইত্যাদি।

১৫. প্রতি দল থেকে প্রশিক্ষক একজন প্রশিক্ষণার্থীকে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচন করবেন এবং তাকে বলবেন তার দায়িত্ব হ'ল:

- প্রত্যেক ইচ্ছুক প্রশিক্ষণার্থীকে তার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ প্রদান করা।
    - প্রতিটি বক্তব্যের সারবস্তু রেকর্ড করা।
    - প্রত্যেকটি বক্তব্যের নির্দিষ্ট সীমা টেনে দেয়া অর্থাৎ সময় নিয়ন্ত্রণ করা।

- বক্তাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ সৃষ্টি হওয়ার আগেই তা মিটিয়ে ফেলা।
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আলোচনা শেষ করা।
- সামগ্রিকভাবে বক্তব্যের সারবস্তু পর্যালোচনা করে সকলের সাহায্য নিয়ে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করা।

১৬. প্রশিক্ষক সভাপতিকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা বা মতাদর্শ উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে শুরু করতে বলতে পারেন অথবা তার দল থেকে একজন প্রশিক্ষণার্থীকে শুরু করার জন্য আহবান করতে পারেন।

১৭. আলোচনা শুরু হওয়ার পর একে একে আপনারা অন্য সকলে এবং সভাপতি আপনাদের নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করবে।

১৮. আপনাদের আলোচনা চলার সময় প্রতি দলের সভাপতি এবং অন্যদের বক্তব্য ও অন্যান্য কাজের ধারা পর্যবেক্ষণ করতে হবে আপনাদের সকলকে।

১৯. প্রতি দল যেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আলাচনা শেষ করতে পারে, এটি নিশ্চিত করবেন প্রশিক্ষক এবং সামগ্রিকভাবে মন্তব্য করে পর্ব শেষ করবেন।

সম্ভাব্য সিদ্ধান্তসমূহ

জাতীয় সংসদের কার্যধারা সম্মন্ধে বিবরণ তৈরী, বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা গঠন, স্বাধীনতা বিষয়ে কবি শামসুর রাহমানের চিন্তা ও চেতনার বিকাশ ইত্যাদি।

পর্ব- ঘঃ

a

২০. প্রশিক্ষক আপনাদের বিদ্যালয়ের নৈর্বাচনিক বিষয়ভিত্তিক পাঁচটি দল গঠন করতে বলবেন।

২১. প্রত্যেক দলের সদস্যরা দলগতভাবে নিজ বিষয় থেকে যে কোন শ্রেণীর একটি বিষয়বস্তু নির্বাচন করবেন।

২২. নির্বাচিত বিষয়বস্তু থেকে একটি সমস্যা গঠন করে ভূমিকাভিনয় কৌশলে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন। যেমন, উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস, লাইব্রেরীর সার্থকতা, গাণিতিক সূত্রের প্রয়োগ ইত্যাদি।

২৩. বিষয়বস্তু সম্পর্কে Project Work এর আগে মাইন্ড ম্যাপিং এবং মাথা খাটানোর মাধ্যমে টিউটর/প্রশিক্ষক আপনাদের সকলকে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত ধারণা গঠন করতে সাহায্য করবেন।

২৪. দলগত আলোচনার ভিত্তিতে আপনারা কাজটি কী উদ্দেশ্যে এবং কিভাবে করবেন, কত সময় প্রয়োজন হবে, এবং কী কী উপকরণ দরকার হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(উপকরণ এবং সময়গত কোন সমস্যা না থাকলে আপনারা কাজটি শ্রেণীতে বসেই করবেন।

অথবা দলীয়ভাবে কাজটি শেষ করার নির্দিষ্ট সময় পর আপনারা প্রশিক্ষকের কাছে জমা দেবেন।)

শিখন মূল্যায়ন

- প্রশিক্ষক এর উপস্থিতিতে টিউটোরিয়াল অধিবেশনে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি (মাথা খাটানো, মাইন্ড ম্যাপিং, দলীয় আলোচনা, দলীয় প্রকল্প) এসবের সাধারণ উপযোগিতার উপর আপনারা মুক্ত আলোচনা করবেন।

কাজ

- একটি কাল্পনিক দলীয় প্রকল্প কে সামনে রেখে এতে কাজ করতে যেয়ে কাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় তার মধ্য হতে আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশগ্রহণমূলক ভূমিকা চিহ্নিত করে আনবেন।

ছক: ৮-২.১

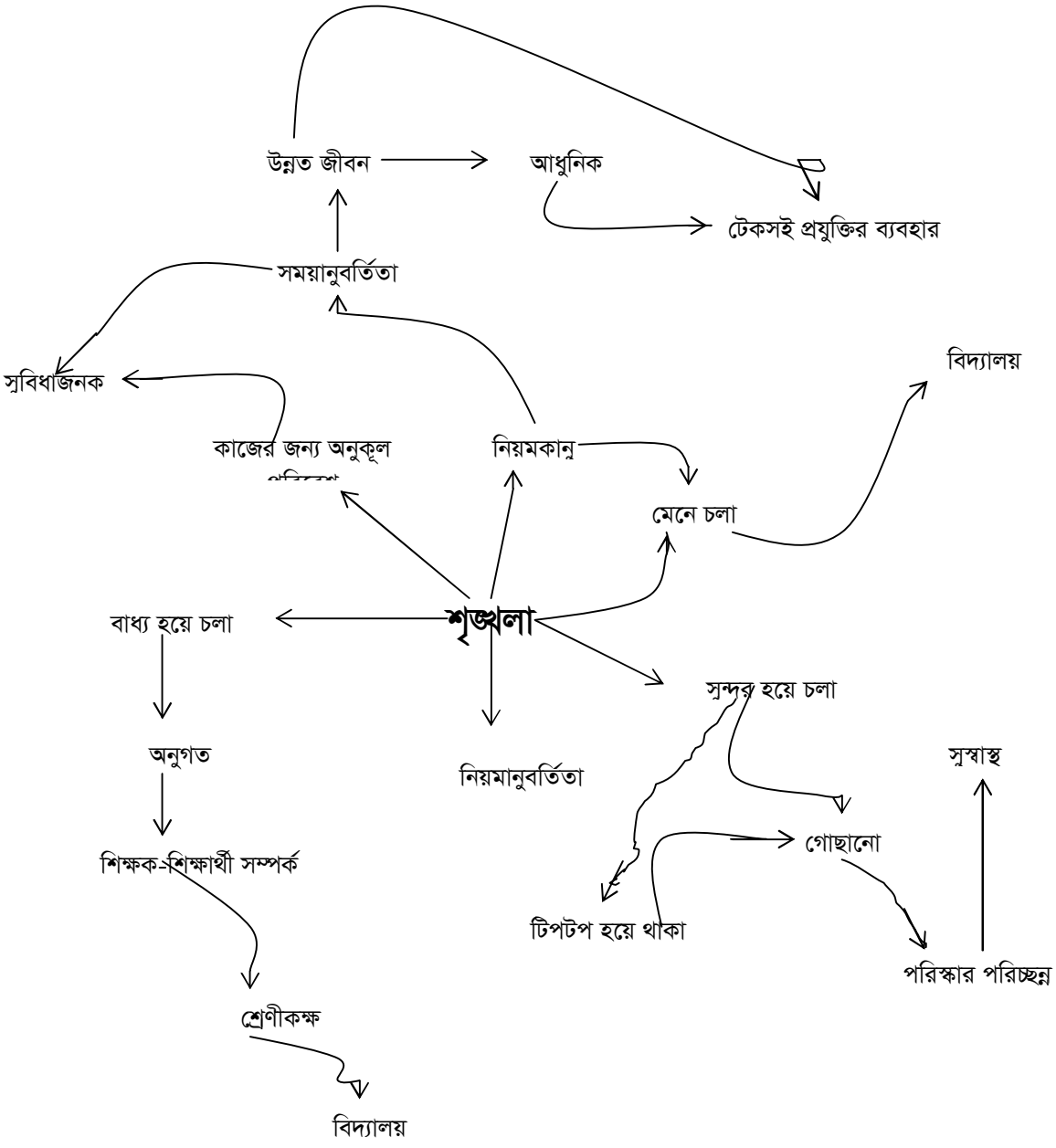
শৃঙ্খলা
উন্নত জীবন
আধুনিক
টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার
সময়ানুবর্তিতা
সুবিধাজনক
কাজের জন্য অনুকূল
নিয়মকানু
বিদ্যালয়
মেনে চলা
বাধ্য হয়ে চলা
সুন্দর হয়ে চলা
অনুগত
নিয়মানুবর্তিতা
সুস্বাস্থ
গোছানো
শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক
টিপটপ হয়ে থাকা
পরিস্কার পরিচ্ছন্ন
শ্রেণীকক্ষ
বিদ্যালয়

ছক: ৮-২.২

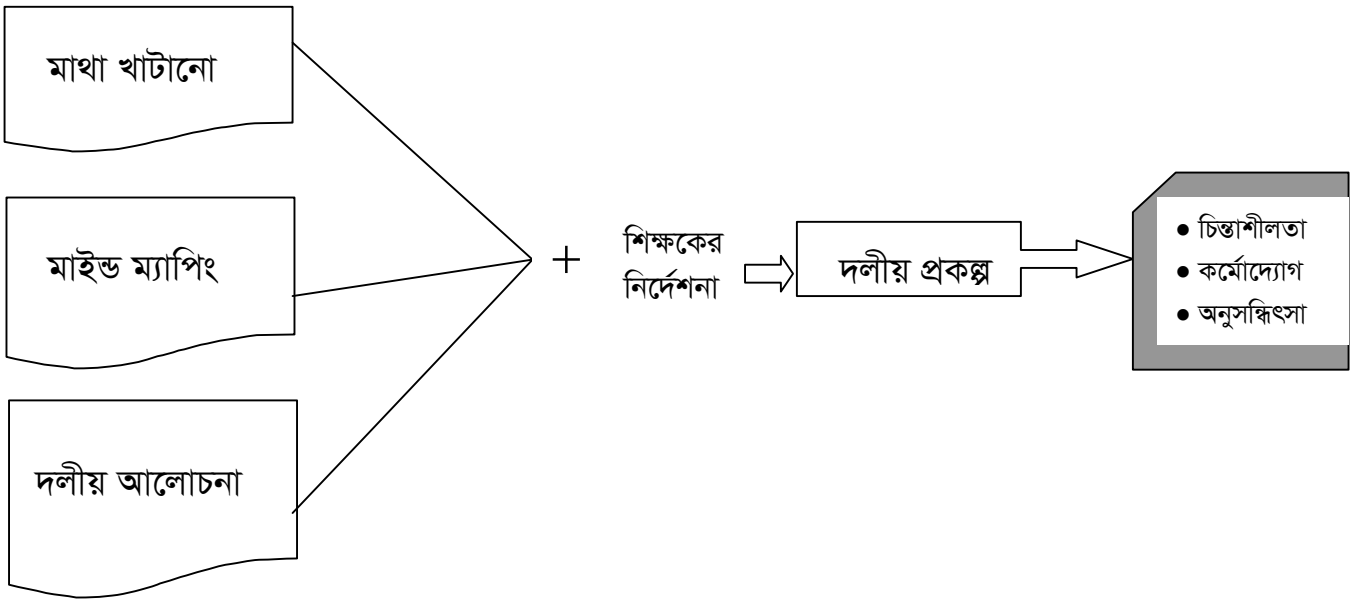

বাস্তব জীবনে কোন সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীকে দক্ষ করে তোলার জন্য শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষণ শিখন পদ্ধতি সর্বোত্তম ব্যবস্থা। সমস্যার প্রকৃতি বোঝা, সমাধানের পথ সম্পর্কে ধারণা করা, এবং নিজের বা সম্মিলিত চেষ্টায় সে সমস্যার সমাধান করে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনে আগ্রহী হওয়া, এসব গুণাবলী অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ই উপযুক্ত স্থান। শিক্ষক এ জন্যই শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন।

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতির মূল কথা হ'ল শিখনে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ। শুধু শারিরীকভাবে না মানসিকভাবেও। শিক্ষার্থী তার আগ্রহ ও চিন্তার সাহায্যে সমাধানের পথ খুঁজবে, সিদ্ধান্ত নেবে এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে শিখবে।

শ্রেণী শিক্ষণ-শিখন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিই শিক্ষার্থীকে আগামী দিনের জন্য সচেতন, চিন্তাশীল ও কর্মোদ্যোগী ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এ কাজে নিচের কৌশলসমূহ প্রয়োগ করা সম্ভব:

- মাথা খাটানো: দলগত কাজের এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজের মতামত প্রকাশ করতে ও অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিতে শিখবে।
- মাইন্ড ম্যাপিং: কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা, কল্পনা ও চিন্তাধারার সমন্বয়ে সম্পূর্ণ ধারণা গঠনের জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- দলীয় আলোচনা: কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে নতুন ধারণা গঠনের জন্য পারস্পরিক ধারণা ও মত বিনিময় প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, ফলে গণতান্ত্রিক সচেতনতা জন্ম নেয়।
- দলীয় প্রকল্প: শিক্ষকের কার্যকরী নির্দেশনা শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে, ফলে সে স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে বিষয়বস্তুর একটি বাস্তব কাঠামো গড়ে তোলে।

মূল্যায়ন

১. বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কিত ধারণা, কার্যকারিতা ও সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা।

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ৩**

একক কাজ, জোড়ায় কাজ, মাইক্রোটিচিং বা অনুশিক্ষণ

ভূমিকা

বর্তমান যুগে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব শিখনে সহায়তা করেন মাত্র। শিক্ষার্থী একক এবং দলগতভাবে কাজ করে তার শিখন এগিয়ে নিয়ে চলে। এজন্য একজন প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষককে প্রশিক্ষণ গ্রহণকালীন সময়ে বিভিন্ন কৌশল শিখতে হয়। এ অধিবেশনে এ সম্পর্কিত আলোচনা থাকছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- শিক্ষণ-শিখনে একক কাজের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শিক্ষণ-শিখনে জোড়ায় কাজের পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষণ-শিখনে 'একক কাজ' ও 'জোড়ায় কাজ' ব্যবহারের বাস্তব উদাহরণ ও অনুশীলন উপস্থাপন করতে পারবেন।
- শিক্ষণ-শিখনে মাইক্রোটিচিং বা অনুশিক্ষণের ধারণা, উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখনের দক্ষতা হিসাবে নতুন কৌশল 'একক কাজের' ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা

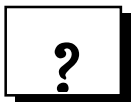

মূল প্রশ্ন

একক কাজ কী এবং কেন?

১. টিউটোরিয়াল অধিবেশনে প্রশিক্ষক আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় 'একক কাজ' এর ধারণা ব্যাখা করবেন।

২. এরপর 'একক কাজের' প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কী কী এ সম্পর্কে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সাদা কাগজে ৫টি করে পয়েন্ট লেখার নির্দেশ দেবেন তিনি।

৩. প্রশিক্ষক প্রয়োজনে ধারণাগুলো আপনাদের আরো স্পষ্ট করে শুনাবেন।

পর্ব- খঃ শিক্ষণ-শিখনে অংশগ্রহনমূলক দক্ষতা হিসাবে নতুন কৌশল 'জোড়ায় জোড়ায় কাজ' এর ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা

মূল প্রশ্ন

?

জোড়ায় কাজ কী এবং কেন?

৪. প্রশিক্ষক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় 'জোড়ায় কাজ' এর ধারণা ব্যাখা করবেন আপনাদের কাছে।

৫. 'জোড়ায় কাজ' এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কী কী এ সম্পর্কে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সাদা কাগজে ৫টি করে পয়েন্ট লেখার নির্দেশ দেবেন তিনি।

৬. প্রশিক্ষক প্রয়োজনে ধারণাগুলো আরো স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করে শুনাবেন আপনাদের।

পর্ব- গঃ 'একক কাজ' ও জোড়ায় কাজ' এর অনুশীলন

মূল প্রশ্ন

?

'একক কাজ' ও 'জোড়ায় কাজ' কীভাবে অনুশীলন করা যায়?

৭. প্রশিক্ষক সাধারণভাবে আপনাদের বলবেন- 'আপনার ছাত্র-জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে একজন আদর্শ শিক্ষকের উত্তম শিক্ষণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখুন'।

৮. প্রশিক্ষক এরপর আপনাদের পাশাপাশি বসা দু'জনে মিলে নিজেদের লিখিত উত্তম শিক্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা ও মতামত বিনিময়ের এবং সমবেত তালিকা তৈরীর নির্দেশ দেবেন।

পর্ব- ঘঃ শিক্ষণ-শিক্ষনে মাইক্রোটিচিং বা অনুশিক্ষণের ধারণা, উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ

মূল প্রশ্ন

অনুশিক্ষণ কী? এর বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য কী? মাইক্রোটিচিং বা অনুশিক্ষণের প্রক্রিয়াগুলো কী কী?

৯. প্রশিক্ষক নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বলবেন, 'নতুন অবস্থায় একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক আমার শ্রেণী পাঠদান পর্যবেক্ষণ করে মন্তব্য করতে পারেন, আমার বোর্ডের ব্যবহার ভাল হয়েছে প্রশ্নোত্তর পর্ব ভাল নয়, শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য বলবৃদ্ধি করা হয়নি, পাঠ উপস্থাপন পদ্ধতিতে সমস্যা আছে ইত্যাদি'। প্রশিক্ষক আপনাদের বুঝিয়ে বলবেন, এ-গুলো শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা বা ব্যক্তিগত কলা-কৌশল। এবং পরে প্রশিক্ষক আপনাদের জানাবেন, অনুশিক্ষণ হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে এক একটি মূল দক্ষতার অনুশীলন, যা শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা আয়ত্ত করা বা উন্নয়নের প্রক্রিয়া। এরপর প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষক একটি সংজ্ঞা ওএইচটিতে প্রদর্শন করবেন এবং ধারণা আরো সুস্পষ্ট করবেন।

১০. প্রশিক্ষক টিউটোরিয়াল অধিবেশনে অনুশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বলতে পারেন যে, শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭-৮ জন, সময় ৫-৭ মিনিট; বিষয়বস্তু ক্ষুদ্রতর। উদ্দেশ্য-স্বল্প সময়ে এবং প্রয়োজনবোধে বারবার শিক্ষণ অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা আয়ত্ত করা বা উন্নয়ন সাধন।

১১. প্রশিক্ষক শিক্ষণ দক্ষতার ১০ টি দক্ষতা (মূল শিখনীয় বিষয় দেখুন) ওএইচটি মাধ্যমে আপনাদের প্রদর্শন করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বুঝাবেন। তিনি প্রয়োজন সাপেক্ষে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেও আপনাদের সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন।

জেনে রাখুন কিভাবে প্রশিক্ষণার্থীর শিখন মূল্যায়ন করা সম্ভব–

- প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কৌশলগুলি যথোপযুক্তভাবে রপ্ত করতে এবং শিক্ষণ-শিখনে প্রয়োগ ও অনুশীলন দ্বারা নিজেদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হবে।
- প্রশিক্ষণার্থীরা ব্যক্তিগতভাবে স্মৃতি মন্থন, অভিজ্ঞতার প্রতিফলন, মাথা খাটানোসহ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও উপস্থাপনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। দলীয়ভাবে মিথস্ক্রিয়া, আলোচনা, সহযোগীতামূলক শিখন, কাজের মাধ্যমে শিখন এসব কাজে অংশগ্রহণ ও কর্মব্যস্ড়তা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- শ্রেণীকক্ষে পর্যবেক্ষণ, তদারকি ও প্রশিক্ষণার্থীদের আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও প্রতিক্রিয়া থেকে এটা প্রতীয়মান যে, তাদের শিখন হয়েছে। নির্দেশিত কাজের ফলাফল থেকেও শিখনের মাত্রা নিরূপণ করা যায়।

শেখার মূল বিষয়

- অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন দক্ষতার নতুন কৌশল বুঝে ও রপ্ত করার কৌশল জেনে শিক্ষকগণ নিজেদের কর্মক্ষেত্রে বাস্তবে প্রয়োগ করে পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন সম্ভব।

কাজ

- আপনারা প্রত্যেকে নির্ধারিত একটি শিক্ষণ দক্ষতার অনুশীলনের জন্য অনুশিক্ষণের পরিকল্পনা বাড়ি থেকে তৈরি করে তা শ্রেণীকক্ষে অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন।
- প্রশিক্ষক পরবর্তী অধিবেশনে সম্ভব হলে প্রথম ১০ মিনিটে দুই একজনকে নমুনা মাইক্রোপাঠ উপস্থাপন করতে বলবেন।

মূল্যায়ন

১. পদ্ধতি ও কৌশল কী? তার প্রকৃতি প্রয়োগ বা উদাহরণ উল্লেখ করুন।

২. শিক্ষণ-শিখনে একক কাজের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।

৩. শিক্ষণ-শিখনে জোড়ায় কাজের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৪. অনুশিক্ষণ কী? অনুশিক্ষণের ধাপসমূহ বর্ণনা করুন।

মূল শিখনীয় বিষয়

শিক্ষণ দক্ষতাসমূহ

▪ পাঠ সূচনা অবস্থার সৃষ্টি	▪ নীরবতা বা ভাষাহীন ইঙ্গিত
▪ পাঠ পরিচালনায় উদ্দীপনার বৈচিত্র্য আনয়ন	▪ শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়তা স্বরূপ বলবৃদ্ধিকরণ
▪ পাঠ উপস্থাপনা	▪ বাস্তবতার নিরিখে সহজলভ্য শিক্ষোপকরণ প্রদর্শন
▪ বক্তৃতাকরণ	▪ চকবোর্ড এর সঠিক ও সময়োচিত ব্যবহার
▪ সঠিক প্রশ্ন করার কৌশল	▪ পাঠের সমাপ্তিকরণ

অনুশিক্ষণের ধাপসমূহ

ধাপ	কাজের বর্ণনা
প্রথম	শিক্ষণ দক্ষতাগুলোর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা।
দ্বিতীয়	নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়ের নির্দিষ্ট দক্ষতার প্রদর্শনী উপযোগী করে প্রস্তুতির বিষয় আলোচনা।
তৃতীয়	প্রশিক্ষণার্থীর পাঠ পরিকল্পনা, বিষয়বস্তুর উপস্থাপন, সময়, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পর্যবেক্ষকের সংখ্যা।
চতুর্থ	৭-৮ জনের শিক্ষার্থী দলকে ৫-৭ মিনিট সময়ের জন্য পাঠদান শুরু, শিক্ষণ দক্ষতার প্রদর্শন, পর্যবেক্ষক কর্তৃক পর্যবেক্ষণ, ভিডিওটেপ রেকর্ড।
পঞ্চম	ফলাবর্তন, ভিডিও প্রদর্শন, পুনঃপাঠের আয়োজন।
ষষ্ঠ	পুনঃ পরিকল্পনা, পুনঃপাঠদান, রেকর্ডকরণ, ফলাবর্তন, ভিডিও প্রদর্শন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

শিক্ষক শ্রেণী পাঠদানে প্রতি শিক্ষার্থীকে নির্দেশনা দিয়ে একক ভাবে চিন্তা, অনুভূতি, কথা ও কাজ করার সুযোগ সুষ্টি করে থাকেন, একেই 'একক কাজ' বলা হয়।

চিন্তার বিকাশ সাধন, মাথা খাটানো, ব্যক্তিগত দক্ষতার উন্নয়ন ইত্যাদি হল গুরুত্বের উদাহরণ।

পর্ব- খ

শিক্ষক শ্রেণী পাঠদানে প্রতি দু'জন শিক্ষার্থীকে নির্দেশনা দিয়ে জোড়ায় জোড়ায় চিন্তা, অনুভূতি, কথা, কাজ ও পরামর্শ করার সুযোগ সৃষ্টি করে থাকেন, এটিই হল 'জোড়ায় কাজ'।

সহযোগিতামূলক শিখন, মিথস্ক্রিয়া, অংশগ্রহণ, পারস্পরিক মতামত বিনিময় ইত্যাদি এর উদাহরণ।

পর্ব- গ

কোন সঠিক উত্তরের প্রয়োজনীয়তা নাই, যেহেতু এটা হোল কৌশল দু'টির উদাহরণ স্থাপন ও অনুশীলন।

পর্ব- ঘ

অনুশিক্ষণের সংজ্ঞা:

"Micro-teaching is a scaled down teaching encounter designed to develop new skills and refine old ones".

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ৪**

সতীর্থ শিক্ষণ, ভূমিকাভিনয়, দৃশ্যাবলী

ভূমিকা

আজকের দিনে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ-শিখনের বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা বিস্তৃতি লাভ করেছে। বিভিন্ন গবেষণার ফল হিসেবে আমরা জেনেছি শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন শিক্ষণ-শিখন কৌশলের অবতারণা করা আবশ্যক। পাঠ্যবিষয়বস্তুর তাগিদে শিক্ষক পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সর্বোত্তম বা ব্যবহারোপযোগী কৌশলের সাহায্যে পাঠ শিক্ষণে অগ্রসর হন। বর্তমান অধিবেশনে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা থাকছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- শিক্ষণ-শিখনে সতীর্থ শিক্ষণের ধারণা ও কৌশল ব্যবহার করতে পারবেন।
- শিক্ষণ-শিখনে ভূমিকাভিনয় ধারণা ও কৌশল ব্যবহার প্রণালী বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষণ-শিখনে 'দৃশ্যাবলী' ব্যবহারের বাস্তব উদাহরণ প্রদান করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

প্রথম ১০ মিনিটে অধিবেশন-৩ এর আপনাদের প্রস্তুতকৃত নির্দেশিত কাজ প্রশিক্ষক এর নিকট প্রদান করুন এবং এ সম্পর্কে তাঁর নিকট হতে ফলাবর্তন গ্রহণ করুন।

a

পর্ব- কঃ সতীর্থ শিক্ষণ এবং এর ব্যবহার কৌশল অনুশীলন

সতীর্থ শিক্ষণ কী এবং এর সার্থক প্রয়োগ কিরূপ?

১. প্রশিক্ষক প্রথমে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ব্যাখ্যা দিয়ে সতীর্থ শিক্ষণের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

২. এরপর প্রশিক্ষক ৯ম-১০ম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞানের ৫ম অনুচ্ছেদের ৩৯ পৃষ্ঠার 'সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অবক্ষয়ের কারণ' এই শিরোনামে ৫টি প্যারা ৫টি দলকে (৩জনের) ভাগ করে দেবেন।

৩. প্রশিক্ষক দলগত আলোচনা করতে বলবেন, পরে দলপতিদের নিজস্ব কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

''এটা সতীর্থ শিক্ষণ কৌশলের একটি সহজ উদাহরণ'' এই কথা বলে প্রশিক্ষক পর্বটি শেষ করবেন।

পর্ব- খঃ ভূমিকাভিনয়-এর ব্যবহার কৌশল এবং এর অনুশীলন

ভূমিকাভিনয় কী এবং এ কৌশল অবলম্বনের উপায় কী?

৪. প্রশিক্ষক ভূমিকাভিনয়ের একটি সংজ্ঞাসহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করবেন।

৫. প্রশিক্ষক এরপর একজন প্রশিক্ষণার্থীকে (স্বপ্রণোদিতভাবে) জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্য কর্তৃক বক্তৃতা প্রদানের অনুকরণে কিছু বক্তব্য রাখার অনুরোধ জানাবেন।

৬. প্রশিক্ষক কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীকে ভূমিকাভিনয়ের অনুশীলন করাবেন।

৭. প্রশিক্ষক ভূমিকাভিনয় কৌশলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করবেন।

পর্ব- গঃ দৃশ্যাবলী এবং এর ব্যবহার কৌশল

দৃশ্যাবলী কী এবং এর ব্যবহার কৌশল কী রূপ ?

৮. প্রশিক্ষক যে কোন একটি দুর্ঘটনা বা দুর্যোগের ছবি/দৃশ্য ওএইচটি অথবা প্রিন্টেড পোস্টার দেখাবেন। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলবেন, 'আপনাদের মুখের প্রকাশভঙ্গি (Expression) কী বলছে'। দৃশ্য অনেক কিছু বলে। এ ধরনের বিশেষ কোন ঘটনা বা বক্তব্য ছবি আকারে তৈরি করাকে কি বলে?

প্রশিক্ষণার্থীর শিখন মূল্যায়ন

- আপনারা সকলে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কৌশলগুলি যথোপযুক্তভাবে রপ্ত করতে এবং শিক্ষণ-শিখনে প্রয়োগ ও অনুশীলন দ্বারা নিজেদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হবেন।

- আপনারা ব্যক্তিগতভাবে স্মৃতি মন্থন, অভিজ্ঞতার প্রতিফলন, মাথা খাটানোসহ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও উপস্থাপনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। দলীয়ভাবে মিথস্ক্রিয়া, আলোচনা, সহযোগীতামূলক শিখন, কাজের মাধ্যমে শিখন এসব কাজে অংশগ্রহণ ও কর্মব্যস্ড়তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

- শ্রেণীকক্ষে পর্যবেক্ষণ, তদারকি ও প্রশিক্ষণার্থীদের আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও প্রতিক্রিয়া থেকে এটা প্রতীয়মান যে, তাদের শিখন হয়েছে। এতদসংগে নির্দেশিত কাজের ফলাফল থেকেও শিখনের মাত্রা নিরূপণ করা যায়।

কাজ

- আপনারা প্রত্যেকে সম্ভব হলে বিখ্যাত কোন নাট্যকার এর লেখা সিরাজউদ্দৌলা নাটকের বিশেষ কয়েকটি ডায়লগ একটি কাগজে লিখে এবং তা অভিব্যক্তি সহকারে মুখস্থ করে শ্রেণীকক্ষে অভিনয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। অধিবেশন- ৬ এর শেষ দশ মিনিটে প্রশিক্ষক দৈবচয়ন পদ্ধতিতে আপনাদের মধ্য হতে তিন জন প্রশিক্ষণার্থীকে তাদের চিহ্নিত অংশ অভিনয় করে দেখাতে বলবেন।

মূল্যায়ন

১. কৌশল কি? এর প্রকৃতি, প্রয়োগ, কার্যকারিতা বর্ণনা করুন।

২. সতীর্থ শিক্ষণ কী? একজন শিক্ষক হিসেবে শ্রেণীকক্ষে কীভাবে সতীর্থ শিক্ষণ কৌশল ব্যবহার করবেন?

৩. শিক্ষণ-শিখনে ভূমিকাভিনয় কৌশল ব্যবহার প্রণালী বর্ণনা করুন।

মূল শিখনীয় বিষয়

সতীর্থ শিক্ষণ

আপনারা সকলেই জানেন শিক্ষা ব্যবস্থার শুরু হতে আজ পর্যন্ত নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষণ এবং পরবর্তীতে শিখন কাজ চলছে। যেহেতু একটি শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থীকে সেজন্যে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ-শিখনে বৈচিত্র আনয়নের জন্য মাঝে মাঝে উদ্যোগী, মেধাবী শিক্ষার্থীকে তার সতীর্থদের সাথে আলোচনা, ভূমিকাভিনয়, দলগত কাজের মাধ্যমে শেখার কাজে সহায়তা করতে বলবেন।

এখানে শিক্ষক দায়িত্ব প্রদানের পর নিজে নিজে সক্রিয়ভাবে কার্যপ্রণালীতে অংশগ্রহণ করেন না। ঘুরে ঘুরে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। যে অংশ শিক্ষণ-শিখনের জন্য শিক্ষার্থীকে দায়িত্ব প্রদান হয়েছিল তা শেষ হলে শিক্ষক সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রশংসা করেন এবং গঠনমূলক সমালোচনা করেন।

এরফলে শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থী পর্যায়ক্রমে সতীর্থ শিক্ষক হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে এবং বাড়ি হতে পরবর্তী দিনের পাঠের সম্পূর্ণ অংশ বা অংশ বিশেষ পাঠ করে প্রস্তুত হয়ে আসবে। ফলে শিক্ষকের কাজ সহজতর হবে এবং শ্রেণীতে শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করবে।

ভূমিকাভিনয়

ভূমিকাভিনয়- ১
নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ফারিয়া বিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ও কৃতি টেনিস খেলোয়াড়। সম্প্রতি সে আন্তঃ বিদ্যালয় জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। এদিকে সামনেই তার বার্ষিক পরীক্ষা। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে খেলার জন্য প্রতিদিন তাকে টেনিস খেলায় অন্যান্যদের সাথে অনুশীলনীতে যোগদান করতে হয়। ফারিয়া কিভাবে এই উভয়বিধ কাজ একসঙ্গে চালিয়ে সফলতা আনবে, এ ব্যাপারে তার কর্মপ্রচেষ্টা ও অনুভূতি জানার জন্য অন্য একজন বন্ধু সতীর্থ ও শিক্ষক-চরিত্রের ভূমিকায় ফারিয়ার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবে।

ভূমিকাভিনয়– ২
উপরের কেস স্টাডিতে শ্রেণীর অন্য একজন মেয়ে প্রশিক্ষণার্থী ফারিয়ার চরিত্রে ভূমিকাভিনয় করে সাক্ষাৎকার প্রদান করবে।

ভূমিকাভিনয়– ৩
বাংলাদেশের একজন কৃষক ইরি ক্ষেতে ধানের চারার যত্ন নিচ্ছেন। তার চোখে ধরা পড়ল ক্ষেতে খুবই ক্ষুদ্রাকৃতির পোকার আক্রমণ। এমন সময় ক্ষেতের পার্শ্ব দিয়ে উপজেলা কৃষি অফিসার যাচ্ছিলেন এবং ঐ কৃষকের সাক্ষাৎ পেলেন। দুইজন ছাত্রছাত্রী- একজন কৃষক এবং অপরজন কৃষি অফিসারের চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সম্ভাব্য কথাবার্তা সহকারে ভূমিকাভিনয় করবে।

উপরের প্রত্যেকটি কাজের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের বাড়ি হতে একটি করে ছোট সংলাপ ও দৃশ্য বর্ণনা পত্র তৈরি করে আনতে হবে।

অংশ গ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন দক্ষতার নতুন কৌশল বুঝে ও রপ্ত করার কৌশল জেনে আপনারা সকলে শিক্ষক হিসেবে নিজেদের কর্মক্ষেত্রে বাস্তবে প্রয়োগ করে পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন করতে পারবেন।

সম্ভাব্য উত্তর

সম্ভাব্য উত্তরঃ পর্ব- ক

'সতীর্থ শিক্ষণ: এক বা একদল শিক্ষার্থী কর্তৃক অন্যকে/অন্যদল/অন্য সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানই সতীর্থ শিক্ষণ।

সম্ভাব্য উত্তরঃ পর্ব- খ

ভূমিকাভিনয় হল বাস্তব জীবনের পরিবেশ এবং কোন বিশেষ পরিস্থিতিকে শ্রেণীকক্ষে ফুটিয়ে তোলার প্রক্রিয়া বা উপায়।

সম্ভাব্য উত্তরঃ পর্ব- গ

ফিচার ফিল্ম বলে, Feature films are the result of years of scientific study combined with the experience of years.

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ৫**

শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলী, উপায় এবং কৌশল: পোষ্টবক্স ও অবিরাম পদ্ধতি

ভূমিকা

চারটি অধিবেশন শেষে এটা স্পষ্ট যে, বর্তমান ইউনিট এ আপনাদের জন্য শ্রেণীকক্ষের অংশগ্রহণমূলক বিভিন্ন শিক্ষণ-শিখন দক্ষতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হচ্ছে। প্রতি অধিবেশনে একক বা দলগত কাজও থাকছে যাতে করে আপনাদের শিখন আনন্দদায়ক ও স্থায়ী হয়। দলগত কাজের মাধ্যমে কৌশলসমূহের সবলতা, দুর্বলতা শনাক্ত করাও সহজ হয়। বর্তমান অধিবেশনে এ রকম আরো দুইটি কৌশল সম্পর্কে আলোচনা ও কাজের বর্ণনা থাকছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- শিক্ষণ শিখনের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক কৌশলের নতুন নতুন ব্যবহার আয়ত্ব করবেন।
- 'পোষ্ট বক্স' কৌশল সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পোষ্ট বক্স কৌশল হাতে কলমে অনুশীলন করতে পারবেন।
- পোষ্ট বক্স কৌশলের অনুশীলন শেষে শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করতে পারবেন।
- 'অবিরাম পদ্ধতি' সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- অবিরাম পদ্ধতির কৌশল হাতে কলমে অনুশীলন করতে পারবেন।
- অবিরাম পদ্ধতির অনুশীলন শেষে শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পূর্ব প্রস্তুতি: প্রশিক্ষক বা টিউটর তাঁর সাহায্যকারীর সহায়তায় টিউটোরিয়াল কক্ষে কয়েকটি পোস্টবক্স রেখে দেবেন।

পর্ব- ক

a

১. প্রশিক্ষক আপনাদের সকলকে ৫/৬ টি দলে ভাগ করবেন।
২. তিনি আপনাদের খালি কাগজের বাক্সগুলো শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন স্থানে রাখতে বলবেন।
৩. প্রত্যেকটি বাক্সের সামনে রাখা টেবিলে ১টি করে প্রশ্ন রাখবেন সাথে কিছু সাদা কাগজের টুকরাও রাখবেন।
৪. আপনারা প্রশিক্ষকের নির্দেশে দলে দলে গিয়ে নিম্নরূপ প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে বাক্সে ফেলবেন।
   - সুষম খাদ্য বলতে কি বুঝ (১নং বাক্স)?
   - সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কী (২নং বাক্স)?

- স্বল্প মূল্যে কীভাবে সুষম খাদ্য পাওয়া যায় (৩নং বাক্স)?
- সুষম খাদ্যের উৎস গুলো কী কী (৪নং বাক্স)?
- সুষম খাদ্যের ঘাটতি জনিত রোগ গুলোর নাম লিখ (৫নং বাক্স)।

৫. আপনারা দল অনুযায়ী ঘুরে ঘুরে প্রশ্নগুলো পড়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে উত্তর লিখে যথাযথ বাক্সে ফেলবেন।

৬. তারপর প্রশিক্ষকের নির্দেশে দলের পক্ষে একজন উপস্থাপন করবেন উত্তরগুলো।

৭. এরপর উত্তরগুলোর সারমর্ম উপস্থাপন করতে বলবেন প্রশিক্ষক আপনাদের দলগতভাবে।

পর্ব- খ

৮. প্রশিক্ষক এবার 'অবিরাম পদ্ধতির' গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করবেন আপনাদের নিকট।

৯. বক্তব্য শেষে আপনাদের নিকট হতে সাদা কাগজে লিখিত কৌশল সম্পর্কে ফলাবর্তন গ্রহণ করবেন।

১০. প্রশিক্ষক নিম্মের বক্তব্যটি শ্রেণী কক্ষের মাঝ বরাবর দেয়ালে বা ব্ল্যাক বোর্ডে লাগাবেন এবং কক্ষের ২ বিপরীত পার্শ্বে 'একমত' ও 'একমত নই' বক্তব্য সম্বলিত দুটো পোষ্টারও টানাবেন।

বক্তব্য

''মহিলারা সাধারণত মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকতা করার উপযুক্ত নয়, কারণ এই কাজের জন্য যে পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, দক্ষতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন মহিলাদের মধ্যে সে সবের অভাব রয়েছে।''

১১. প্রশিক্ষক আপনাদের এরূপ নির্দেশনা দেবেন- বক্তব্যটি পড়ে যদি আপনারা বক্তব্যের সাথে একমত হন তবে একমতের লিখিত স্থানে এবং একমত না হলে একমত নই এর জায়গায় দাঁড়াবেন। অর্থাৎ মতামত অনুযায়ী আপনাদের দ্বারা দুটি দল গঠিত হবে।

১২. আপনারা সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় বক্তব্যটির পক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা করবেন।

১৩. এই পর্যায়ে যদি কেউ মত পরিবর্তন করেন তবে তিনি স্থান পরিবর্তন করবেন।

১৪. ফলাবর্তনে প্রশিক্ষক আপনাদের নিকট বক্তব্যের তাৎপর্য উপস্থাপন করবেন।

শিখন মূল্যায়ন

- প্রশিক্ষক আপনাদের অবিরাম পদ্ধতির কৌশলের সুবিধাগুলো বলতে বলবেন।

নির্ধারিত কাজ

- প্রশিক্ষক আপনাদের ''মূল শিখনীয় বিষয়'' অংশে বর্ণিত কৌশল সম্পর্কে বর্ণনা বাড়িতে পড়ার জন্য বলবেন যাতে করে আপনারা পরবর্তীতে নিজেদের বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে এ সমস্ত কৌশল ব্যবহার করতে পারেন।

মূল শিখনীয় বিষয়

অবিরাম পদ্ধতি

ইংরেজী 'Continuum Method' কে বাংলায় ধারাক্রম বা অবিরাম পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করা যায়। ইংরেজীতে 'Continuum' বলতে ''Sequence of things of a similar type in which the ones next to each other are almost the same but the ones at either end are quite distinct" বুঝানো হয়েছে। শ্রেণী পাঠদানে অত্যন্ড় কার্যকরভাবে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা সম্ভব।

- প্রশিক্ষক কক্ষের একপ্রান্তে 'একমত' এবং অন্যপ্রান্তে 'একমত নই' ২টি লেখা দেয়ালে স্থাপন করবেন।
- প্রশিক্ষক শ্রেণীকক্ষের মাঝ বরাবর দিনের পাঠের সাথে সম্পর্কিত কোন মতামত বা বক্তব্য লেখা অপর একটি কাগজ লাগাবেন।
- প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যেককে এক এক করে লিখিত বক্তব্যটি পড়তে বলবেন।
- যারা বক্তব্যের সাথে একমত তাদের একমত লিখিত স্থানে লাইনে দাঁড়াতে বলবেন যারা একমত নন তারা 'একমত নই' স্থানে অনুরূপভাবে দাঁড়াবে।
- অর্থাৎ পাঠশেষে প্রশিক্ষণার্থীরা মতামতের ভিত্তিতে দুটো দলে বিভক্ত হবেন।
- এরপর স্ব স্ব দলের সদস্যদের তাদের মতামতের পক্ষে বা বিপক্ষে কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য বলা হবে।
- প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনার পর যদি মত বদলান তখন তারা অবস্থান পরিবর্তন করে নির্ধারিত স্থানে দাড়াঁবেন।

এই কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের যৌক্তিক চিন্তন ও বিশ্লেষণ মূলক দক্ষতার বিকাশ ঘটবে। পরবর্তীতে তাঁরা নিজেরা দক্ষতা অর্জন করে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষেও এই কৌশলের সময়োপযোগী প্রয়োগ করতে পারবেন।

পোষ্ট বক্স

পাঠদানে সক্রিয়তা ভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিগুলোর অন্যতম কৌশল হিসেবে 'পোষ্ট বক্স' অত্যন্ড় জনপ্রিয়। এটি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক কার্যকর একটি পাঠদন কৌশল। এ কৌশলে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় থাকে এবং আনন্দঘন পরিবেশে শেখার কাজটি সম্পাদন করতে পারে। শ্রেণীর কড়াকড়ি নিয়মের বাইরে নিজেদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে পোষ্টবক্স কৌশলে।

- প্রশিক্ষক এই কৌশল অনুশীলনের জন্য অধিবেশন/শ্রেণীকক্ষ পাঠদানের পূর্বদিন ৫/৬টি কাগজের খালিবাক্স সংগ্রহ করবেন, প্রত্যেকটির উপরে একটি করে মাঝামাঝি আকারের আয়তাকার অংশ কাটবেন এবং কক্ষের বিভিন্ন স্থানে সমান দূরত্বে সেগুলো স্থাপন করবেন।

- প্রত্যেকটি বাক্সের সামনের দিকে কাগজে বড় অক্ষরে একটি করে লিখিত প্রশ্ন বাক্সের গায়ে লাগিয়ে দিবেন ও সামনে কিছু সাদা কাগজের টুকরাও রাখবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীরা দলীয়ভাবে ঘুরে ঘুরে বাক্সের গায়ে লাগানো প্রশ্নগুলো পড়বেন এবং এরপর দলীয় অবস্থানে ফিরে গিয়ে নিজেরা আলোচনা করে প্রশ্নের উত্তরের বাক্সের সামনে রক্ষিত টুকরো কাগজে লিখে উত্তরগুলো সংশ্লিষ্ট বাক্সে ফেলবেন।
- যখন প্রত্যেকটি দল সব প্রশ্ন পড়ে উত্তর বাক্সে জমা দেয়া শেষ করবে তখন উত্তরগুলোকে একটি চূড়ান্ত বাক্সে জমা করা হবে।
- এবার প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তরগুলো সাজিয়ে রাখতে বলা হবে।
- উত্তরগুলো সাজানোর পর এক এক দলের পক্ষ থেকে একজন তা উপস্থাপন করবে।

হাতে সময় থাকলে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের তাদের উত্তরগুলোর সারমর্ম উপস্থাপন করতে বলবেন।

মূল্যায়ন

১. কয়েকটি অংশগ্রহণমূলক কৌশলের নাম লিখুন। পোস্টবক্স কৌশল বর্ণনা করুন।

২. একজন শিক্ষক হিসেবে শ্রেণীকক্ষে আপনি কিভাবে পোস্টবক্স কৌশল ব্যবহার করবেন?

৩. অবিরাম পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলি উল্লেখ করুন।

৪. অংশগ্রহণমূলক কৌশল হিসেবে অবিরাম পদ্ধতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ৬**

শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলী, উপায় এবং কৌশল: কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস, সমস্যা সমাধান ও সাক্ষাৎকার

ভূমিকা

বর্তমান অধিবেশনটি এই ইউনিটের শেষতম। পূর্বে যে সমস্ত কৌশল আয়ত্ত্ব করেছেন আপনারা তার সাথে এবারে আরো তিনটি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হচ্ছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- পেশার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক কৌশলের নব নব ধারা প্রয়োগ করতে পারবেন।
- কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস কৌশল সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস পূর্বক হাতে কলমে অনুশীলন করতে পারবেন।
- কৌশল অনুশীলন শেষে তা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন।
- 'সমস্যা সমাধান কৌশল' সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সমস্যা সমাধান কৌশল হাতে কলমে অনুশীলন করতে পারবেন।
- সমস্যা সমাধান কৌশলের অনুশীলন শেষে শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করতে পারবেন।
- সাক্ষাৎকার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।
- সাক্ষাৎকার কৌশল হাতে কলমে অনুশীলন করতে পারবেন।
- 'সাক্ষাৎকার' কৌশলের অনুশীলন শেষে শ্রেণীকক্ষে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- ক

১. প্রশিক্ষক আপনাদের শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন এবং কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাসের গুরুত্ব এবং কৌশল সম্পর্কে আপনাদের কিছু বক্তব্য দিবেন।

২. প্রশিক্ষক আপনাদের এরপর ৪টি দলে ভাগ করে দিবেন।

৩. এরপর নবম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞানের রাষ্ট্র অধ্যায়ের বিভিন্ন অংশ যেমন - সংজ্ঞা, উপাদান, মুখ্য কাজ, গৌনকাজ বিভিন্ন দলকে ভাগ করে পড়তে দিবেন।

৪. আপনারা দলগতভাবে নির্দিষ্ট অংশ পড়বেন এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন।

৫. প্রশিক্ষক এবার প্রত্যেক দল থেকে একজন জন সদস্য নিয়ে নতুন দল গঠন করবেন।

৬. পুনর্গঠিত দলের মধ্যে সদস্য হিসেবে আপনারা ইতোপূর্বে পঠিত ও আলোচিত বিষয়গুলো অন্য সদস্যদের অবগত করবেন এবং আলোচনা করবেন।

পর্ব- খ

- প্রশিক্ষক আপনাদের জোড়া গঠন করবেন এবং নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- তারপর আপনাদের কাছে বর্ণিত নমুনা সমস্যা উপস্থাপন করবেন।
- বর্ণিত নমুনা: ''মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ইংরেজী বিষয়ে তুলনামূলক বিচারে খারাপ ফলাফল করার কারণগুলো শনাক্তকরণ ও সমাধানের সুপারিশ করা।''
- আপনারা সমস্যাটি নিয়ে জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করবেন এবং সাদা কাগজে তাদের মতামত লিখবেন।
- আপনারা সমস্যা ও সমাধানগুলো শ্রেণীতে উপস্থাপন করবেন।
- উপস্থাপিত সমাধানগুলোর মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ সমাধানগুলো প্রশিক্ষক আলাদা করবেন এবং নিজে আলোচনা করবেন।

পর্ব- গ

- সাক্ষাৎকার-এর গুরুত্ব ও কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষক মিনি লেকচার দিবেন।
- প্রশিক্ষক আপনাদের 'সার্ক' এর গঠন, কার্যপরিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কাজে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রশ্ন ঠিক করতে বলবেন।
- আপনারা জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্নসমূহ ঠিক করবেন।
- এ পর্যায় শেষে প্রশিক্ষক জোড়াগুলো পুনর্বিন্যাস করে দিবেন।
- এবার আপনারা সার্ক এর বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে মতামত সংগ্রহের জন্য পরস্পরের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন।
- প্রশিক্ষক আপনাদের কাছ থেকে ফলাবর্তন গ্রহণ করবেন।

শিখন মূল্যায়ন

- প্রশিক্ষক ২/৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে 'কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস', 'সমস্যা সমাধান' ও ''সাক্ষাৎকার কৌশলের'' গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে বলবেন।

কাজ

- প্রশিক্ষক আপনাদেরকে নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া দল গঠনের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- প্রশিক্ষকের অবিরাম উৎসাহে আপনারা নিজেদের টেলিফোন নম্বর এবং সম্ভব হলে ই-মেইল ঠিকানা আদান-প্রদান করবেন, যাতে আপনারা বাড়িতে বসে প্রদেয় বাড়ির কাজ সমাপ্ত করে একে অপরের সাথে নিজেদের ভাবনা চিন্তা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

মূল শিখনীয় বিষয়

কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস (Expert Jigsaw)

শ্রেণী পাঠদানে অনুসরণযোগ্য আর একটি কৌশল হলো জিগ্সঅ (Jigsaw) পদ্ধতি। ইংরেজীতে Jigsaw শব্দের বর্ণনা নিম্নরূপ:

"A picture printed on cardboard or wood cut into various different shapes that have to be fitted together again". এই কৌশলকে সহযোগিতামূলক শিখন কৌশল হিসেবে বর্ণনা করা যায়।

এই কৌশল অবলম্বন করে পাঠদান করতে হলে:

- একটি বিষয়বস্তু নির্বাচন করে তাকে ৪/৫ ভাগে ভাগ করতে হবে।
- শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সমসংখ্যক দলে ভাগ করতে হবে।
- প্রতিটি দলকে একটি করে বিষয়বস্তুর অংশ ভাগ করে দিতে হবে।
- প্রতি দলের সদস্যরা তাদের জন্য নির্বাচিত বিষয়বস্তুর অংশ পড়বে ও প্রয়োজনীয় আলোচনা করে একটি বস্তুনির্ভর সারাংশ তৈরি করবে।
- এবার নতুন দল গঠন করতে হবে। দল গঠনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে পূর্বে গঠিত দল থেকে একজন করে শিক্ষার্থী যেন প্রত্যেক নতুন দলে থাকে।
- অতঃপর অংশগ্রহণকারীরা নতুন দলে একজন অন্যজনকে পূর্বের বিষয়বস্তুর আলোচনা সম্পর্কিত তথ্য দিবে, বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানাবে যা পূর্বতন দলে পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে সে জেনেছিল।
- এভাবে কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস করে কাজ করার মাধ্যমে শ্রেণীর সকলে পুরো বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভে সক্ষম হবে।

সমস্যা সমাধান

গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের (খৃষ্ট পূর্ব ৪৭০-৩৯৯) সময়েই শিখন শেখানো কার্যক্রমে সমস্যা সমাধান পদ্ধতির প্রয়োগ আরম্ভ হয়। এই পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য সক্রেটিস প্রথমে কোনো সমস্যার তৈরী করতেন এবং পরে ঐ সমস্যার বাস্তব ভিত্তিক সমাধান খুঁজে বের করার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহ দিতেন। পরবর্তীতে জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২) এই পদ্ধতিকে বাস্ড়বে রূপদান করেন। ডিউইর মতে মানুষ প্রথমেই সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত পথ সন্ধান করে। এভাবেই মানুষ সমস্যা সমাধানে সক্রিয় থাকে (জীবনের সাথে সম্পৃক্ত সমস্যার সমাধান করতে শিখে)।

শ্রেণী পাঠদানের অন্যান্য পদ্ধতির মতো সমস্যা সমাধান পদ্ধতি বা Problem Solving Method অত্যন্ড় কার্যকরী ও সফল একটি পদ্ধতি বিশেষ করে এই পদ্ধতি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের-কে কোন সমস্যা সমাধানে সক্রিয়ভাবে চিন্তাশীল করে তোলে। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কথোপকথন ও পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা সম্পৃক্ত কোন সমস্যা উপস্থাপন করেন এবং সমস্যার সমাধানের দিক নির্দেশনা চিহ্নিত করার জন্য শিক্ষার্থীদের-কে উৎসাহিত করেন। শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে আনন্দ খুঁজে পায় ও কাজ করার মাধ্যমে তাদের শিখনকে সুদৃঢ় ও পরিপূর্ণ করে তোলে।

সংজ্ঞা: Problem Solving Method বা সমস্যা সমাধান পদ্ধতি বলতে শ্রেণী পাঠদানের এমন এক পদ্ধতি বুঝায়, যে পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট কোনো সমস্যার সঠিক ও উপযুক্ত সমাধান চিহ্নিত করার জন্য শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করেন। আর শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা শিক্ষক কর্তৃক উত্থাপিত সমস্যার বাস্তব ভিত্তিক সমাধান চিহ্নিত করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালায়।

শ্রেণী পাঠদানে কার্যকরী ভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য শিক্ষক কর্তৃক বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট কোনো সমস্যা শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করতে হয়। অতঃপর ঐ সমস্যাটির যুক্তিগ্রাহ্য সঠিক ও উপযুক্ত সমাধান খুঁজে বের করার জন্য শিক্ষার্থীরা প্রচেষ্টা চালায়। এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক চিন্তন ও উদ্ভাবনীমূলক দক্ষতার কার্যকরী বিকাশ সাধিত হয়। শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধনের জন্য এই পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকরী। এই পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন এবং জ্ঞান মূলক দক্ষতার বিকাশ সাধন হয়।

সারমর্ম: শ্রেণীকক্ষে সমস্যা সমাধান পদ্ধতির প্রয়োগের উদ্দেশ্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিকট সমস্যা উপস্থাপন করেন। আর শিক্ষার্থীরা সমস্যার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করে এর যথাযথ সমাধান খুঁজে বের করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করে।
কোনো সমস্যার যৌক্তিক ও কার্যকরী সমাধান উদ্ভাবনের জন্য 'কেন্দ্রভিমুখী ও কেন্দ্রবিমুখী' উভয় ধরনের চিন্তনে সহায়তা করা এই পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমস্যা-সমাধান পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল অনুসরণ করা যায়।
যেমন সমগ্র শ্রেণী কার্যক্রম, দলীয় কাজ, জোড়ায় জোড়ায় কাজ, ব্যক্তিগত কাজ ইত্যাদি।

প্রয়োগ কৌশল

- প্রথমে সমস্যা শনাক্ত করতে হবে।
- শিক্ষক শ্রেণীতে যে ভাবে কাজ করাতে ইচ্ছুক সেভাবে শিক্ষার্থীদেরকে সংগঠিত করবেন।
- শিক্ষার্থীদের আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হবে।
- শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় বা পথ চিহ্নিত করতে হবে।
- চিহ্নিত সমাধান শ্রেণী কক্ষে উপস্থাপন করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
- উপস্থাপিত সমাধান শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন করতে হবে।

সাক্ষাৎকার

পরামর্শের প্রধান শর্ত ও উপকরণ হলো সাক্ষাৎকার। এর সার্থকতার উপর পরামর্শ দানের সফলতা নির্ভর করে। সাক্ষাৎকার পরামর্শদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করার অন্যতম প্রধান উপায়। ব্যক্তির সামনাসামনি তার অভ্যন্তরীন প্রকৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে জানার একমাত্র পদ্ধতিকে বলা হয় সাক্ষাৎকার। প্রখ্যাত মনোবিদ রুথ ষ্ট্রেং (Ruth Strang) এর ভাষায়, ''সাক্ষাৎকার হচ্ছে পরামর্শের প্রাণ আর অন্যান্য পদ্ধতিগুলো হচ্ছে পরামর্শের ''অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ''। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেই ব্যক্তির অন্তদৃষ্টি খুলে যেতে পারে। ফলে, ব্যক্তির নিজের পক্ষে তার সমস্যার সমাধান সহজ ও আয়ত্বাধীন হবে। পরামর্শ দাতা অল্প কথা, অল্প সময় ও অনায়াসে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ব্যক্তির অভ্যন্তরীন তথ্য সমূহ সংগ্রহ করতে পারেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা ছাড়া পরামর্শ কার্যকরী করা সম্ভব নয়।

সাক্ষাৎকারের প্রকারভেদ

১. নির্বাচনীমূলক সাক্ষাৎকার।
২. নির্ণায়ক ও লক্ষণ নির্ধারণমূলক সাক্ষাৎকার।
৩. তথ্যজ্ঞাপক সাক্ষাৎকার।
৪. প্রাথমিক ও প্রস্তুতিমূলক সাক্ষাৎকার।
৫. অনুসন্ধানমূলক সাক্ষাৎকার।
৬. শৃংখলা সম্বন্ধীয় সাক্ষাৎকার।
৭. পরামর্শমূলক সাক্ষাৎকার ।

এ কৌশল ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন

- যে বিষয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে তা অংশগ্রহণকারীদের আগেই জানিয়ে দিতে হবে।
- অংশগ্রহণকারীদের জোড়ায় জোড়ায় কাজ করে সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্ন তৈরী করতে বলতে হবে।
- সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীগণ বিষয়বস্তুর নিরিখে আলাপ আলোচনা করে সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্ন প্রস্তুত করবেন।
- এ পর্যায় শেষে নতুন জোড়া গঠন করতে হবে এবং প্রত্যেক জোড়ায় একজন পুরোনো জোড়া হতে অন্তত একজন সদস্য থাকবেন।
- এবার শিক্ষার্থীদের তার সহযোগীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য শিক্ষক নির্দেশ দেবেন।
- সাক্ষাৎকার শেষে ফলাবর্তন সংগ্রহ করতে হবে।

ইউনিট রূপরেখা

প্রিয় শিক্ষার্থী, শ্রেণীশিক্ষণে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করানোর বিভিন্ন কৌশল শিখে এখন আপনি বেশ সমৃদ্ধ। আমরা এখন যে ইউনিটে প্রবেশ করতে যাচ্ছি সেখানে আপনি এসব কৌশল প্রয়োগের দক্ষতা কাজে লাগানোর বহু সুযোগ পাবেন। এ ইউনিটের সবকটি অধিবেশন জুড়ে প্রশ্নকরণের উপর বিস্তৃত ও গভীর বিষয়বস্তু পরিবেশন করা হয়েছে। সুতরাং এখান থেকে প্রশ্নকরণ সম্পর্কে যেমন জানতে পারবেন তেমন প্রশ্ন করার কৌশলের সাথেও পরিচিত হবেন। শ্রেণীশিক্ষণে শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং তার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এ কৌশল প্রয়োগ করার দক্ষতাও অর্জন করতে পারবেন।

সার্বিকভাবে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করতে আপনি পূর্বের ইউনিট থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা এ ইউনিটের বিষয়বস্তুর সাথে সমন্বিত হয়ে শিখনে শ্রেণীশিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আপনাকে সম্পূর্ণভাবে দক্ষ করে তুলবে।

ইউনিট- ৯:

শ্রেণীকক্ষে মৌখিক প্রশ্নকরণ

অধিবেশন- ১: জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে প্রশ্নকরণ– আলোচনা ব্যবস্থাপনামূলক ও আগ্রহউদ্দীপনামূলক

লক্ষ্য

- শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

অধিবেশন- ২: শিক্ষার্থীদের মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধকরণ, উচ্চমার্গীয় চিন্ড়নে উৎসাহিতকরণ ও শিখন পরিবীক্ষণে উৎসাহিতকরণ মূলক প্রশ্ন করা।

লক্ষ্য

- শ্রেণীশিক্ষণে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নের প্রয়োগ দক্ষতা অর্জন।

অধিবেশন- ৩: বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন: উন্মুক্ত, বদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়

লক্ষ্য

- শ্রেণী শিখন মূল্যায়নে উন্মুক্ত,বদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় প্রশ্ন প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন।

অধিবেশন- ৪: জ্ঞানমূলক চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন বিবেচনাকরণ: ব্লুম্স ট্যাক্সোনোমি

লক্ষ্য

- শিক্ষার্থী শ্রেণীশিক্ষার্থীর জ্ঞান বিকাশে ব্লুম ট্যাক্সোনোমি প্রয়োগে প্রশ্নকরণে উদ্বুদ্ধ হবে।

অধিবেশন- ৫: মৌখিক প্রশ্ন করার দক্ষতা অনুশীলন

লক্ষ্য

- মৌখিক প্রশ্নকরণ দক্ষতার বিকাশ করা।